পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারী পেনশন প্রবিধিমালা, ১৯৬৮

ভাষান্তর ঃ মোঃ ফজলুল হক
অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)
২০০৭

পাকিস্ড্রান ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারী পেনশন প্রবিধিমালা, ১৯৬৮

পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারী বিধিমালা, ১৯৫৪ এর বিধি ৬১ এর শর্ত-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসন ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ এর সময় পেনশন প্রদান নিয়ন্ত্রণকল্পে নিম্নরূপ প্রবিধিমালা প্রণয়ন করিলেন।

১। এই প্রবিধিমালা পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারী পেনশন প্রবিধিমালা, ১৯৬৮ নামে অভিহিত হইবে।

২।(১) এই প্রবিধিমালা সংগে সংগে বলবৎ হইবে এবং জানুয়ারি, ১৯৬৫ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এইগুলি পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টসমূহের সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। এই প্রবিধিমালায় "কর্মচারী" এবং "বোর্ড" এবং অন্যান্য শব্দাবলী ক্যান্টনমেন্ট আইন, ১৯২৪ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় ব্যবহৃত একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৪। সরকারী কর্মচারীদের পেনশন বিধিমালা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৫। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের একজন কর্মচারী, যাহার চাকুরী পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারী (চাঁদা প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল) বিধিমালা, ১৯৫৪ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তিনি এই প্রবিধিমালা প্রণয়নের ছয় মাসের মধ্যে এই প্রবিধিমালার অধীনে ভবিষ্য তহবিলের পরিবর্তে পেনশন রীতি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন। বর্ণিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এইরূপ কোন ইচ্ছা গৃহীত হইবে না, যদি না উহা পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই বিষয়ে একবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে উহা চূড়ান্ত হইবে।

৬। প্রবিধি ৫ এর অধীনে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে, যদি কর্মচারী কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে কোন চাঁদা প্রদান করা হইয়া থাকে, উহা তাহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৭। প্রত্যেক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড একটি পেনশন ফান্ড সংরক্ষণ করিবে, যাহার হিসাবে নিম্নরূপ অর্থসমূহ জমা হইবে ঃ-

(ক) প্রবিধি ৫ এর অধীনে যেই সকল কর্মচারী পেনশন রীতি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক জমাকৃত অর্থ; এবং

(খ) ভবিষ্য তহবিল রীতির অধীনে প্রত্যেক এইরূপ কর্মচারীর জন্য প্রত্যেক মাসে বোর্ড কর্তৃক যেই পরিমাণ চাঁদা প্রদেয় হইত উহা।

৮। যেই কর্তৃপক্ষ পেনশন অনুমোদন করার জন্য ক্ষমতাবান, তিনি কোন কর্মচারীর পেনশন এর আওতায় অবসর গ্রহণের ফলে শূন্য পদ পূরণের কর্তৃপক্ষ হইবেন।

৯। যদি একজন কর্মচারী প্রবিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ এর জন্য সংক্ষুব্ধ হন, তবে তিনি পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারী বিধিমালা, ১৯৫৪ এর অধীনে আপীল শ্রবণের যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারেন, যদি তাহাকে অবসর গ্রহণের ঠিক পূর্বে ক্যান্টনমেন্টের চাকুরী হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত করা হয় এবং বরখাস্ত নিয়ন্ত্রণের আপীল সংক্রান্ত ঐ বিধিমালার বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ এই প্রবিধিমালার আপীল এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১০। যেই ক্ষেত্রে একজন কর্মচারী এক এর অধিক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে চাকুরী করিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে –

(ক) তাহার পেনশন এর দায় সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহ কর্তৃক এইরূপ হারাহারিভাবে ভাগ করিয়া লওয়া হইবে, যেইরূপ পরিচালক নির্দিষ্ট করেন; এবং

(খ) পরিচালক কর্মচারীর ইচ্ছা নিশ্চিত করার পর যেইরূপ নির্দিষ্ট করেন, সেইরূপে বোর্ডসমূহের মধ্যে একটি কর্তৃক পেনশন প্রদান করা হইবে।

১১। প্রবিধি ৭ এর অধীনে সংরক্ষিত পেনশন ফান্ড হইতে সকল পেনশন প্রদান করা হইবে।

১২। যদি পেনশন ফান্ডে অর্থের পরিমাণ পেনশনের জন্য অর্থের তুলনায় উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত অর্থ পরিচালকের অনুমোদনক্রমে, যেইরূপ নির্দিষ্ট করা হয়, সেইরূপে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে, এবং যদি পেনশন ফান্ডে অর্থের পরিমাণ পেনশন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ হইতে কম হয়, তাহা হইলে পরিচালক প্রবিধি ৭ এর দফা (খ) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে পেনশন ফান্ডে উহার চাঁদার পরিমাণ ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক করিতে পারেন, যাহা নির্দিষ্ট করা হয়।

১৩। পেনশন প্রদানের সকল আনুষ্ঠানিকতা যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে নিয়মিতভাবে পেনশন পাইতে পারেন। যদি কোন অপরিহার্য কারণে এইরূপ সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়, তবে পেনশন মঞ্জুর করার ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ অন্তবর্তী সময়ের জন্য সাময়িকভাবে পেনশন মঞ্জুর করিবেন।

রাওয়ালপিন্ডি
২রা মার্চ, ১৯৬৮।

স্বাক্ষরিত/- (জেড, কে মাহমুদ)
পরিচালক
সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসন।

নং- ৯২/৩৮/এমএলএন্ডসি/ এ,ও(খ)/৬৮,
সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসন অধিদপ্তর
জিএইচকিউ, রাওয়ালপিন্ডি
২রা মার্চ, ১৯৬৮।

প্রতি

সকল ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার,

অবগতি ও জরুরী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পেরণ করা হইল। এই প্রেক্ষিতে সদয় নিশ্চিত করা হইবে যে-

(ক) চাকুরী বই, ব্যক্তিগত নথি, এবং উহাদের সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদি হালনাগাদ এবং যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়।

(খ) উপরে বর্ণিত পেনশন প্রবিধিমালার অনুকূলে ইচ্ছা প্রকাশের শেষ তারিখ ০১-৯-১৯৬৮ হওয়ার কারণে, সকল কর্মকর্তা যাহারা চাকুরীতে আছেন এবং যাহারা ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৫ তারিখে বা উপর পর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে যথাযথভাবে উপরোক্ত তারিখের পূর্বে তাহাদের ইচ্ছা প্রকাশের জন্য জানানো হইবে এবং তাহাদের দ্বারা ঐ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকারনামা সমূহ রেকর্ড এর জন্য সংরক্ষণ করা হইবে, যাহার অবগতি অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হইবে।

(গ) পেনশন প্রবিধিমালার স্বপক্ষে ইচ্ছা প্রকাশকারী কর্মচারিগণ এতদ্পরবর্তীতে ক্যান্টনমেন্ট সাধারণ ভবিষ্য তহবিল নামে পরিচিত ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিবেন, যাহা ক্যান্টনমেন্ট চাঁদা ভিত্তিক ভবিষ্য তহবিল হইতে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হইবে, কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ উহাতে চাঁদা প্রদান করিবে না এবং উহা হইতে অর্জিত সুদের অর্থ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের ন্যায় ইচ্ছা প্রকাশকারী চাঁদা প্রদানকারীকে প্রদেয় হইবে।

পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারী (চাঁদা ভিত্তিক ভবিষ্য তহবিল) বিধিমালা, ১৯৫৪ সেইরূপে সংশোধন করা হইতেছে।

(ঘ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ উপরোক্ত পেনশন প্রবিধিমালা অনুযায়ী পেনশন ফান্ড সংরক্ষণ করিবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পেনশন বিধিমালা এবং পেনশনের হার ইতোমধ্যেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র নং-৭৩/৪০/জি/ডি৫(বি)/৬৬, তাং ২০-৮-১৯৬৬ এর মাধ্যমে বিতরণ করা হইয়াছে।

২। সদয় প্রাপ্তি স্বীকার করুন।

স্বাক্ষরিত/- (এস, এম হাসনাইন)
এস, ও
পক্ষে, পরিচালক
সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসন।

অনুলিপি ঃ
সকল উপ-পরিচালক, সকল এমইও
সকল কর্মকর্তা
পিএমএলএন্ডসি সার্ভিস।

ইচ্ছা প্রকাশ

আর্মি এই মর্মে পাকিস্তান ক্যান্টনমেন্ট কর্মচারী পেনশন প্রবিধিমালার বিধি ৫ এর শর্তাবলী অনুযায়ী পেনশন সুবিধার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি।

তারিখ ঃ

দস্তখত ঃ .....
পদবী ঃ .....